সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ জ্যৈষ্ঠ-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৪

৭৫তম বছরে পদার্পণ কৃষিকথাকে আরও পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করবে– কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ,তথ্য অফিসার (পিপি), কৃতসা, ঢাকা

‘চাষের কথা চাষির কথা, পাবেন পড়লে কৃষিকথা’ এ স্লোগান ধারণ করে বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন, বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রযুক্তিগত কৃষিকে কৃষকের জীবনের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে মাসিক ম্যাগাজিন ‘কৃষিকথা’। এ বৈশাখে কৃষিকথা ৭৫তম বছরে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক ১০ মে ২০১৫ তারিখে বর্ণাঢ্য র‌্যালি, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ফার্মগেটস্থ আ. কা. মু. গিয়াস উদ্‌দীন মিল্‌কী অডিটোরিয়ামে।

জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষিকথার ৭৫ তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী,এমপি

গোপালগঞ্জে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (ডিএই অঙ্গ) জেলা সেমিনার অনুষ্ঠিত

– এম এম আবদুর রাজ্জাক
আরএফবিও, কৃতসা, খুলনা

কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ এ দুইয়ের সমন্বয়ে কাজ করে কৃষির উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম মোমতাজুল করিম ৯ এপ্রিল গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা অডিটোরিয়ামে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ) কর্তৃক আয়োজিত জেলা

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

পাবনায় দুস্থ মহিলা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

– এটিএম ফজলুল করিম, সহকারী তথ্য অফিসার, কৃতসা, পাবনা

পাবনার অনন্য সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নারীর ক্ষমতায়ন ও দুস্থ মহিলা উন্নয়নের লক্ষ্যে ভিজিডি প্রকল্পের প্রশিক্ষকের দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১২ এপ্রিল সংস্থার কেন্দ্রীয়

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

বাংলাদেশের স্বল্প উৎপাদনশীল কৃষি অঞ্চলে তুলা চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

– কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, ঢাকা

১৩ মে ২০১৫ ঢাকার ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষ-১ এ তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের স্বল্প উৎপাদনশীল কৃষি অঞ্চলে তুলা চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ড. আবুল কালাম আযাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসির সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামল কান্তি ঘোষ, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ জেড এম মমতাজুল করিম, মহাপরিচালক,

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

সিলেটে মহাপরিচালক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

– মোহাইমিনুর রশিদ, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, সিলেট

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম ০২ এপ্রিল সিলেট অঞ্চলের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে অতিরিক্ত পরিচালক, সিলেট অঞ্চল মহোদয়ের সভা কক্ষে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সিলেট অঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলার উপপরিচালক মহোদয়রা নিজ নিজ জেলার কৃষিবিষয়ক বিস্তারিত তথ্যাদি মহাপরিচালক মহোদয়ের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করেন। কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে অপার সম্ভাবনাময় বৃহত্তর সিলেটে অপ্রতুল সেচব্যবস্থা, জমির

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

বাংলাদেশের স্বল্প উৎপাদনশীল কৃষি অঞ্চলে তুলা চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষি সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম মমতাজুল করিম

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বিনা ১০ জাতের ধানের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের জাহাজ কোম্পানি মিল কলোনি প্রাঙ্গণে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় বিনা ১০ জাতের ধানের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায় কমিটির মাননীয় সদস্য আলহাজ মামুনুর রশীদ কিরণ এমপি। কৃষিবিদ রেজাউল করিম ভূএঞা, উপজেলা কৃষি অফিসার, বেগমগঞ্জের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নোয়াখালী।

বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে বিনা ১০ জাতের ধান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, ধানটি আমন ও বোরো উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। জাতটি লবণাক্ততাসহিষ্ণু জীবনকাল ১২৭-১৩২ দিন। জাতটি লবণাক্ত জমিতে গড়ে ৫ থেকে ৬ টন ফলন দিতে সক্ষম। তিনি সবাইকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ জানান।

প্রধান অতিথি আলহাজ মামুনুর রশীদ কিরণ এমপি তার বক্তব্যে কৃষি উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। টেকসই কৃষকবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের চলমান কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য চলমান কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি

মনপুরায় সফল সবজি চাষি গোফরান এখন স্বাবলম্বী

– মো. ছালাহউদ্দিন, কলেজ শিক্ষক, মনপুরা,ভোলা

পরিকল্পনা-সাধনা আর পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজ করলে জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। আদর্শ কৃষক গোফরান মিয়া তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়নের চরফৈজুদ্দিন গ্রামের ৯নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। ভিটেবাড়ি ছাড়া তার নিজস্ব কোনো জায়গা জমি ছিল না। গরিব অসহায় কৃষক পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ করতে প্রতিদিনই কঠোর পরিশ্রম করে আয় রোজগার করেন। সমাজে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিকল্প আয়ের পথ খোঁজেন। বেছে নেন সবজি চাষের পথ। ২০০৮ সালে বাড়ির পাশে ১৬ শতাংশ জমিতে পুঁইশাক, শসা ও রসুন চাষের মাধ্যমে প্রথমে সবজি চাষ শুরু করেন। ১ বছরে সবজি চাষে ২০ হাজার টাকা খরচ করে আয় করেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সেই থেকে সবজি চাষে তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সবজি চাষে তিনি লাভের পথটি খুঁজে পান। সেই থেকে প্রতি বছর তিনি সবজি চাষে জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। সহযোগিতা নেন উপজেলা কৃষি অফিসের। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতায় আজ তিনি সফল সবজি চাষি।

চরফৈজুদ্দিন গ্রামের সবজি চাষি গোফরান মিয়া ও তার সবজি খামার

মনপুরা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার এ এইচ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, উপজেলায় চারটি ইউনিয়নের সবজি চাষে কৃষকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবজি চাষ বেশ লাভজনক হওয়ায় সাধারণ কৃষকরা সবজি চাষের ওপর জোর দিচ্ছেন। কৃষি অধিদপ্তর সবজি চাষের ওপর কৃষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। সবজি চাষি খামারিদের কারিগরি সহযোগিতা থেকে শুরু করে সব পরামর্শ দিয়ে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন। উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা প্রতিদিন বিভিন্ন সবজি খামার পরিদর্শন করে পরামর্শ দিচ্ছেন বলে তিনি জানান।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় বোরো ধানের নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত

–তপন কুমার পাল, আঞ্চলিক পরিচালক,
কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ও নানিয়ারচর উপজেলায় বোরো ধানের নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। ব্রিধান ৫৮, এসএল ৮ জাত ও বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের এ শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ রমনী কান্তি চাকমা, কৃষি তথ্য সার্ভিস রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পাল, জেলা পরিসংখ্যান বিভাগের উপপরিচালক গৌতম কৃষ্ণ পাল প্রমুখ। কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপপরিচালক কৃষিবিদ রমনী কান্তি চাকমা বলেন, ধানসহ বিভিন্ন ফসল আবাদে উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের আধুনিক জাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করে তিনি বলেন, সঠিকভাবে আবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত ধানের বীজ পরবর্তীকালে কৃষক চাষ বা বীজ হিসেবে নিজেরা ব্যবহার করতে পারবেন বা বিক্রিও করতে পারবেন। এভাবে ভালো বীজর চাহিদা স্থানীয়ভাবে মেটানো সম্ভব বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেন।

বরিশালে কৃষিতে আইসিটি ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, এআইএস, বরিশাল

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (ডিকেআই) প্রকল্পের অর্থায়নে তিন দিনব্যাপী কৃষিতে আইসিটি ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ২৮ এপ্রিল বরিশাল নগরীর সাগরদির এআইএসের আইসিটি ল্যাবে শেষ হয়। উদ্বোধনী দিনে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় আইএআইএস প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশালের উপপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম। এআইএসের টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট নাহিদ বিন রফিকের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেন, ডিকেআই প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী আল ইমরান প্রমুখ। প্রশিক্ষণে এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, ই-মেইল, ইন্টারনেট ব্রাউজিংসহ আইসিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে হাতে-কলমে শিখানো হয়। এতে বরিশাল, পিরোজপুর, শরীয়তপুরের ১১ উপজেলার কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ কর্মসূচি-২০১৫ এর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

– মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, এআইসিও,
কৃতসা, ময়মনসিংহ

২৩ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাষি মিলনায়তনে বাউকের উদ্যোগে বাউএক অন্তর্ভুক্ত সমিতির সদস্যদের মাঝে গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ কর্মসূচির ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বাউকের পরিচালক প্রফেসর ড. শাহ্নাজ পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. সাইদুর রহমান, উপপরিচালক, বাউএক। অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো মাঠপর্যায়ে বিস্তার করাই বাউকের কাজ। এজন্য এ বছর গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাউএক। এ কর্মসূচিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত কৃষক-কৃষাণীদের প্রতি আহ্বান জানান। ওই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বাউকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ ৬০ জন কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

নালিতাবাড়ী উপজেলায় আউশ প্রণোদনার উপকরণ বিতরণ

– মো. শরিফ ইকবাল, উপজেলা কৃষি
অফিসার, নালিতাবাড়ী, শেরপুর

নালিতাবাড়ী উপজেলা পরিষদের মুক্তমঞ্চে ৩০ এপ্রিল আউশ প্রণোদনার উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। খরিপ- ১/২০১৫-১৬ মৌসুমে উফশী আউশ ও নেরিকা আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় আউশ আবাদের জন্য নালিতাবাড়ী উপজেলার ৮০০ জন কৃষক বীজ, সার, আগাছা দমন ও সেচের খরচ বাবদ ১২,৬৬,০০০ টাকার প্রণোদনা পান। এর মাঝে ৫০০ জন কৃষক উফশী এবং ৩০০ জন কৃষক নেরিকা ধান চাষের জন্য উপকরণ পায়। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রতি জন কৃষক প্রতি বিঘা উফশী ধান আবাদের জন্য ৫ কেজি ধান বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার গ্রহণ করেন। পরে সেচের খরচ বাবদ ৪০০ টাকা প্রণোদনা পাবেন। প্রতি জন কৃষক প্রতি বিঘা নেরিকা ধান আবাদের জন্য ১০ কেজি ধান বীজ, ২০ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার গ্রহণ করেন। আগাছা দমনের জন্য ৪০০ টাকা এবং সেচের খরচ বাবদ ৪০০ টাকাও পাবেন। মুক্তমঞ্চ থেকে বীজ ও সার কৃষক সরাসরি নিজে এসে গ্রহণ করেন। আর আগাছা দমন ও সেচ সহায়তা বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে।

বাংলাদেশের স্বল্প উৎপাদনশীল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ড. এম নুরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, কেজিএফ।

প্রধান অতিথি কৃষি সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থায় কথা বিবেচনা করে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি তুলা চাষের এলাকা বাড়াতে হবে। কৃষক যেসব ফসল চাষাবাদে লাভ পাবে, সেসব ফসল চাষাবাদের দিকে বেশি ঝুঁকবে। তুলা চাষের সাথে যেহেতু অন্যান্য ফসল সাথী ফসল হিসেবে করা যায়, সেজন্য তুলা চাষ লাভজনক। অধিক তুলা চাষ করে আমাদের গার্মেন্টে সেক্টরে সরবরাহ করা যেতে পারে, যাতে করে আমদানি কিছুটা কমিয়ে আনা যায়। তিনি তুলা চাষের জন্য কৃষি ঋণ সহজীকরণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমাদের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত কৃষকদের মধ্যে সরবরাহের কথা বলেন।

কর্মশালায় বাংলাদেশের অপ্রচলিত অঞ্চলগুলো তুলা চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. ফরিদ উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. তাসদিকুর রহমান সনেট, প্রকল্প পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেজিএফ ও বিএআরসির বিশেষজ্ঞরা, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণবিদরা, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা স্পিনিং মিল, প্রাইভেট ডিলার ও বীজ কোম্পানির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

পাহাড়ের ঢালে মিশ্র ফল বাগান স্থাপন প্রযুক্তি পরিদর্শন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি ও অন্যান্য অতিথিরা

বান্দরবানে জেলা কৃষি মেলা-২০১৫ অনুষ্ঠিত

– মাহমুদুল হাসান, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

১৮ এপ্রিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বান্দরবানের উপপরিচালকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় তিন দিনব্যাপী জেলা কৃষি মেলা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি থেকে ওই মেলার উদ্বোধন করেন। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ও জেলা কৃষি কমিটির আহ্বায়ক ক্য সা প্রুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য কাজী মুজিবর রহমান, সদস্য লক্ষ্মীপদ দাস, সদস্য জুয়েল বম, বান্দরবানের পুলিশ সুপার দেবদাস ভট্টাচার্য ও বান্দরবান সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াসিং প্রু মারমা। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কৃষককে জাতির মেরুদণ্ড উল্লেখ করে বলেন, প্রতিনিয়ত নানাবিধ কারণে কৃষিজমি কমে যাওয়ার পরও কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার কৃষি উপকরণ যেমন- সার, সেচ, বীজ, জ্বালানি তেল, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি কৃষি প্রযুক্তিগুলো মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণে কৃষি মেলার গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন এ ধরনের কৃষি মেলা ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন মৌসুমে আয়োজন করা সম্ভব হলে মেলায় আগত কৃষাণ-কৃষাণীরা ও দর্শনার্থীরা ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারবেন।

কৃতসা পরিচালকের সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক অফিস পরিদর্শন

– আ.ন.ম. বোরহান উদ্দিন ভূঞা, এআইসিও, কৃতসা, সিলেট

বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ২৭ মার্চ কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক অফিস পরিদর্শন করেন। সাবেক পরিচালক কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, বর্তমানে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। অফিস পরিদর্শনকালে পরিচালক মহোদয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিচালক মহোদয় অত্র অঞ্চলের কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, অত্র কার্যালয়ে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এ ল্যাবের মাধ্যমে কিষাণ-কিষাণীরা যেন সহজে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য পেতে পারেন সে বিষয়ে নিশ্চিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও অফিসের বিভিন্ন কাজের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ করে কৃষিকথার গ্রাহক বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ বার্তায় সংবাদ প্রেরণ, এআইসিসি পরিদর্শনসহ অন্যান্য কার্যক্রম।

পরিদর্শনকালে আইএআইএস প্রকল্পের পরিচালক কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, আঞ্চলিক পরিচালক এসএম কায়সার সিকদার, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার কৃষিবিদ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাদুল্লাপুরে কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

– একেএম রেজাউল ইসলাম,
সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

পাবনা সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় এক কৃষক মাঠ দিবস ২৭ এপ্রিল সদর উপজেলার সাদুল্লাপুর গ্রামের কৃষক আবদুল মজিদের বহিঃ বাড়িতে স্থাপিত আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে কীটনাশক প্রয়োগ ব্যতিরেকে শস্য, খাদ্য ও সবজি উৎপাদনের কলাকৌশল উপস্থিত কৃষাণ-কৃষাণীদের প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করানোসহ এর কৌশল শিক্ষা দান করাই ছিল এ মাঠ দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মাজেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষক মাঠ দিবসের সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ কে জে এম আবদুল আউয়াল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. ইলিয়াছ আলী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. তোফাজ্জল হোসেন ও মো. মাহমুদুল হাসান।

আইপিএম কৃষক মো. আবদুল মজিদ মোল্লা এবং সাবিনা খাতুন তাদের বক্তব্যে কীটনাশক প্রয়োগ ব্যতিরেকে কিভাবে ফসল ফলানো যায় এবং অধিক ফসল সবার আগে ঘরে তোলা যায় তার বিশদ ব্যাখ্যা দান করেন।

প্রধান অতিথি কৃষিবিদ কে জে এম আবদুল আউয়াল তার উপজেলার সব ক'টি ইউনিয়নে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা নিরাপদ শস্য উৎপাদন হচ্ছে বলে জানান। তিনি উপস্থিত কৃষক-কৃষাণীদের এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে খাদ্য সবজি উৎপাদন করে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার আহ্বান জানান।

বাবুগঞ্জে কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

– নাহিদ বিন রফিক, টিপি, এআইএস, বরিশাল

ইউএসএআইডির অর্থায়নে ও সিসা-বিডির ব্যবস্থাপনায় ৮ এপ্রিল বাবুগঞ্জের কিসমত চাঁদপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কৃষি প্রযুক্তিবিষয়ক কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় উপজেলা কৃষি অফিসার রতন কুমার মণ্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইরি) বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. পল ফক্স। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম এবং সিসা-বিডির চিফ অব পার্টি টিমথি রাসেল। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফজলুর রহমান, ডিএইর জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার এ কে এম মনিরুল আলম, জেলা মৎস্য অফিসার ড. মো. ওয়াহিদুজ্জামান, বারির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সালেহ উদ্দিন, ব্রির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ হোসেন, কৃষক আবু সাঈদ খসরু প্রমুখ। শস্য বিন্যাস অনুসরণ করে আধুনিক চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভুট্টা, সূর্যমুখীসহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হয়। এতে দুইশতাধিক কৃষাণ-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা একটি আদর্শ মৎস্য খামার পরিদর্শন করেন।

কৃষিকথার ৭৫ তম বছরে পদার্পণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন, এমপি ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন, ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি কৃষির আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি সহজ সরল ভাষায় কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে দেশের কৃষি, কৃষক তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে 'কৃষিকথা'র অবদান ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে দেশে অনেক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের কৃষিকথাকে আরও বিস্তৃতির লক্ষ্যে ডিজিটালাইজড ই-বুকের মাধ্যমে প্রকাশের জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। ৭৫তম বছরে পদার্পণ কৃষিকথাকে আরও পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি বলেন, মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে 'কৃষিকথা' কৃষির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে সরবরাহ করছে। সহজ, সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের মাধ্যমে আগামীতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে কৃষিকথা পৌঁছে দিতে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সবসময়ই কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, কৃষক সংগঠনে কৃষিকথা পৌঁছে দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে যাবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণেই দেশ আজ দানাদার খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং বাংলাদেশ আজ খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রেখে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের। কৃষিকথা পত্রিকাটি আপামর কৃষিজীবী মানুষের তথ্য চাহিদা পূরণে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

সেমিনারে 'কৃষি উন্নয়নে কৃষিকথার অবদান' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস। তিনি কৃষিকথার ইতিহাস, পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাসহ কৃষিতে কৃষিকথার বিভিন্ন ইতিবাচক অবদানের কথা তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মো. এনামুল হক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রাক্তন পরিচালক ড. শহীদুল ইসলাম ও প্রাক্তন উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) জনাব মো. মঈন উদ্দিন আহমেদ এবং কৃষক মো. হুমায়ুন কবির বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস। অনুষ্ঠানে কৃষিকথার উন্নয়নে অবদানের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ, প্রাক্তন সম্পাদক সিরাজউদ্দিন আহমেদ এবং সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রহের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস, বরিশাল অঞ্চলের টিপি নাহিদ বিন রফিককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা, কৃষক ও গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

সিলেটে মহাপরিচালক মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রবাসী মালিক, উদাসীন কৃষক, আগাম ও নাবি বন্যা, রবি মৌসুমে পতিত জমি, শ্রমিক সমস্যা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর অপ্রতুলতা অত্যন্ত প্রকট যা মহাপরিচালক মহোদয়কে উপপরিচালক মহোদয়রা অবহিত করেন। পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থা সহজলভ্যকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধি, যানবাহনের সুযোগ, মোবাইল ভাতাদিসহ অন্যান্য সুবিধাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান করেন। মহাপরিচালক মহোদয় অত্যন্ত আন্তরিকতা, সহজ ও সাবলীলভাবে সিলেট অঞ্চলের কৃষিবিদদের সাথে মতবিনিময় করেন। মহাপরিচালক মহোদয় মনোযোগ সহকারে বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন ও সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং বিভাগীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। পর দিন মহাপরিচালক মহোদয় গোলাপগঞ্জ উপজেলার মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কৃষকদের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শ প্রদান করেন। মতবিনিময় সভা ও মাঠ পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন এস তাসাদ্দেক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প ও সভাপতি, বিসিএস কৃষি ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন।

গোপালগঞ্জে পিরোজপুর গোপালগঞ্জ বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (ডিএই অঙ্গ) জেলা সেমিনার অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেমিনারের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় জেলা সেমিনারে কী নোট উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জিএম রুহুল আমীন। তিনি বলেন, এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তিন জেলার শস্য নিবিড়তা ৫-৭ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ অঞ্চলে সর্বশেষ প্রযুক্তি ও ফসলের আধুনিক জাত আনা হয়েছে। পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা ও গৃহ আঙিনায় উদ্যান ফসলের চাষাবাদ বাড়ানো হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. খসরু মিয়া বলেন, কৃষি বিভাগ কাজ করে বলেই আজ আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ অঞ্চল অনেকটা নিচু তাই ধাপে সবজি চাষ প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে।

সেমিনারের সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. খলিলুর রহমান বলেন, গোপালগঞ্জ জাতির পিতার পবিত্র ভূমি হওয়ায় এখানে সারা বছরই ফুলের চাহিদা থাকে তাই এর উৎপাদন ও বাজারজাতের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাবনায় দুস্থ মহিলা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যালয়, আরিফপুর পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনন্য সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. জহির আলী কাদেরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মো. মোশাররফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রায়হানা ইসলাম, জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা মো. আবদুল আউয়াল এবং অনন্যর গভর্নিং বডির সদস্য এম লিয়াকত আলী।

প্রধান অতিথি নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সমাজে নারীরা শিক্ষিত হলে সব ধরনের কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে ফলে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের হার কমে যাবে এবং এতে সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

ভিজিডি প্রকল্পের বাস্তবায়নে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, গরু ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য পুষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়েপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

-মো. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, এআইসিও, কৃতসা, চট্টগ্রাম

৪ মে 'দশটি কৃষি অঞ্চলের কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ' প্রকল্পের আওতায় উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণ হলে টেকসই ফসল উৎপাদনে পরিবর্তিত জলবায়ুতে অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক' তিন দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, চট্টগ্রাম। কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, প্রকল্প পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ লোকমান হোসেন মজুমদার, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম।

কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহীতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

– মো. আবদুল্লাহ-হিল-কাফি, আরএআইও, রাজশাহী

কৃষি তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির এ যুগে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার লক্ষ্যে ২৩ এপ্রিল ৩ দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি অফিসার ও এআইসিসির সদস্যদের আইসিটির ব্যবহার ও প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কৃষি তথ্য সার্ভিস রাজশাহীর কম্পিউটার ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণে পাবনা এবং বগুড়া জেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং এআইসিসি সদস্যরা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন রাজশাহীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ মো. সাজদার রহমান এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিরুল ইসলাম। ২৫ এপ্রিল ২০১৫ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলী এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করে এ অঞ্চলে এ ধরনের আরও প্রশিক্ষণ হওয়া প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করেন ,এ প্রশিক্ষণে এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, ট্রাবলশুটিং, কৃষিতে ইন্টারনেট ও ইমেইলের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত